দৈনিক ইত্তেফাক

55

তারিখ 16 JUN 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 2

১লা আষাঢ় ১৩৯৪ বং

শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবক

শামসুন্নাহার মালেক

ব্যাঙের ছাতার মত আমাদের দেশে কিণ্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠলেও এসব স্কুল সমালোচনার অপেক্ষা রাখে না। কারণ প্রাইমারী স্কুলগুলোতে যদি ঠিকমত লেখাপড়া হতো এবং শিশু সংখ্যা ও জন্মনিয়ন্ত্রণ সীমিত থাকত তবে হয়তো শিক্ষা ক্ষেত্রের অভাব হতো না। সে ক্ষেত্রে কিণ্ডারগার্টেন যারা চালাচ্ছেন, যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, শিশুরা এতে পাচ্ছে পরিবেশ। একদল বেকার ছেলে-মেয়ে কাজ করার সুযোগ পেয়ে স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করছে। অভিভাবকরা হচ্ছেন নিশ্চিত। এ সমস্ত স্কুলে টিচারদের বেতন কম হলেও শিক্ষার্থীর বাড়ীতে তাদের চাহিদা বেশী। বেতনের অংকটা মোটামুটি ভাল। একদল অভিভাবক মনে করেন স্কুলের টিচাররা গৃহ-শিক্ষক হিসেবে ভাল নয়ঃ কারণ তারা প্রশ্নপত্রের সহায়তায় শিক্ষার্থীকে প্লেসের পর্যায়ে পৌঁছিয়ে দেয়—ন্যায়তঃ তারা প্লেস পাওয়ার উপযুক্ত নয়। এমনকি নিজের ছাত্রটিকে পরীক্ষার হলে সাহায্য করার জন্য আদাজল খেয়ে নামে। এতে যে নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়ের পরিচয় ধরা পড়ে তাতে তাদের এতটুকু সম্ভ্রমবোধ জাগ্রত হয় না। এ শিক্ষকের হাতেই কি ছোট্ট শিশুটির চরিত্র গঠনের বিরাট ব্যাঘাত ঘটে না?

ওদিকে বহু কায়ক্লেশে শিক্ষার্থীকে সরকারী স্কুলে ভর্তি করে অভিভাবক নিশ্চিত হতে না হতেই আতঙ্কগ্রস্ত হন পড়শুনার ধারা দেখে। সেখানে না আছে দৈনন্দিন পড়ার তাগিদ না আছে বাড়ীর কাজের নিয়ম-শৃঙ্খলা।

গড়িয়ে গড়িয়ে ক্লাস নাইনে এসে শিক্ষার্থীরা খায় আরেক ধাক্কা। ধাক্কার চোটটা অবশ্য অভিভাবকের গায়েই বেশী পড়ে। একের পর এক মাষ্টার রেখেছেন। পড়ার ধারা দেখে মাষ্টার বিদায় করেছেন, ভেবেছেন ভুল শিখার চেয়ে না শিখাও ভাল। দূরদর্শী অভিভাবকের চিন্তার শেষ নাই। ম্যাট্রিকের প্রস্তুতি।

শিক্ষকরা সারা জীবনের সাধনার ধন বিদ্যাটুকুকে সযত্নে পকেটে ভরে আনেন ছাত্রের বাড়ীতে, ছেড়ে দেন ভিক্ষুককে একমুঠো ভিক্ষা দেওয়ার মতো, কতটুকু ভিক্ষা পেলো শিক্ষার্থী তার তোয়াক্কা ক'জন শিক্ষক রাখেন?

এর মধ্যেও আবার প্রকার ভেদ আছে। কিছু শিক্ষক আছেন পারিশ্রমিকের দিক দিয়ে ডাক্তারের ভিজিটকেও হার মানান। সপ্তাহে তিনদিন উপস্থিত থাকবেন, বলা সত্ত্বেও পর পর কয়েকদিন এলেন না। তখন শিক্ষার্থীসহ বাড়ীশুদ্ধ লোক গৃহ-শিক্ষকের আগমনের জন্য তীর্থের কাকের মত বসে থাকে। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল তিনদিনের জায়গায় একদিন করে অনুপস্থিত: ভিজিট তখন কাটবে কি কাটবে না এই দ্বিধাদ্বন্দ্বে বিব্রত হন অভিভাবক।

এর পরে আছে শিক্ষার্থীর রেজাল্ট। চোর পালালে যেমন বুদ্ধি বাড়ে—এও ঠিক তাই। মাসের পর মাস গড়িয়ে টাকার বেশ বড় একটা অংক যখন হাত পিছলে যায় তখন অভিভাবকের মনের অবস্থা কি হয়!

সংসারে সর্বক্ষেত্রে বাবার থেকে মায়ের দায়িত্বই বেশী। কাজেই মায়েরাই বেশী ভুক্তভোগী। এ কথা অনস্বীকার্য যে, একজন উৎকৃষ্টমানের শিক্ষক পাওয়া যেমন ভাগ্যের কথা ঠিক তাকে 'পোষানো'ও সামর্থ্যের ব্যাপার।

যুগের সাথে সাথে সবকিছু পাল্টাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের মনও পাল্টাচ্ছে। পড়াশুনায় তাদের দারুণ অনীহা। অথচ তারা বেনী। পড়াশুনায় মাথা খাটাচ্ছে না। কোথায় টেলিভিশনে নিত্য-নূতন প্রোগ্রাম, কোন্ পাড়ায় ভিসিআর চলছে এই নিয়েই তারা ব্যস্ত। পাড়ার শিশু সংগঠনগুলোর পালা পার্বনের ফাংশনে তারা তড়িৎগতিতে কাজ করছে এ সমস্ত ব্যস্ততা থেকে যে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে করবেন সঠিক পথে চালনা, পড়ার মধ্যে আনবেন অনাবিল আনন্দ, তিনিই হবেন শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। এ ধরনের শিক্ষকের আশা কি আমরা করতে পারি?

আগে যেমন গৃহ শিক্ষকের কাছে পড়াটা ছিল নিন্দাজনক এখন না পড়াটা হচ্ছে নিন্দা জনক। কার অভিভাবক কটা মাষ্টার রেখে ছেলেকে কটা ষ্টার মার্ক পাওয়ালো এই প্রতিযোগিতা চলছে।

এই যদি হয় সমাজের অবস্থা তবে ক্লাস 'এইট' থেকেই ছেলেমেয়েদের সাহিত্যের জন্য একজন স্যার এবং অংক ও বিজ্ঞানের জন্য নির্দিষ্ট স্যার বরাদ্দ করতে হবে। বাংলা এবং দীনিয়াতকেও হেলা করা যাবে না। সুতরাং চার-পাঁচ জন শিক্ষকের উপর ছেড়ে দিতে হবে—দেখা যাচ্ছে। শিক্ষিত হলেও মা-বাবারা যে হারে ব্যস্ত তাতে তাদেরও মানসিকতা 'আজকের শিক্ষার্থীদের' জন্য কাজ করবে না। তাদের ধারণা "মা বাবার কাছে কি পড়ব।" কম করে হলেও ২ জন মাষ্টারকে রাখা মানে কম করে হলেও ২০০০—৩০০০ টাকা দেওয়ার সামর্থ্য ক'জনা অভিভাবকের আছে? যাদের সে সামর্থ্য নাই তাদের জন্য কোচিং সেন্টারের ব্যবস্থা করতে হবে। উচ্চ শিক্ষার্থী ভালো ছাত্র-ছাত্রীরা নিজ নিজ পাড়ায় অল্প বেতনে কোচিং-এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী গড়ার কাজে এগিয়ে এলে মধ্যবিত্ত-নিম্নমধ্যবিত্ত ছেলে-মেয়েরা অন্ততঃ মেট্রিক পাস করে জীবিকা উপার্জনের জন্য একটা অবলম্বন খুঁজে পাবে।